বাবুল আখতার পিতা-মৃতঃ আবুল হাশেম, গ্রাম ঃ বড়খড়ি,ইউনিয়ন
ঘী, পোষ্টঃ সত্যপুর,উপজেলা ঃ মাগুরা সদর,জেলাঃ মাগুরা,দারিদ্র্যতা
অষ্টম শ্রেণীর বেশি পড়ালেখা করতে পারি নাই কিন্তু বড় হওয়ার প্রচন্ড অ
মনের মধ্যে। অথচ কোন দিশাখুজে পাচ্ছিলাম না। কি করে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করব। অবশেষে বাংলাদেশ সরকারের যুব মন্ত্রনালয়াধীন মাগুরা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে হাসঁ-মুরগী ও গবাদী পশু পালনের ৩ মাসের প্রশিক্ষন গ্রহন করি । এবং মাগুরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একান্ত সহযোগিতায় যশোর হর্টিকালচার থেকে ২০০৭ সালে মাশরুমের উপর ৩দিনের বিশেষ ট্রেনিং গ্রহন করি । উক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর আমি মাশরুম চাষে উদ্বুদ্ধ হয়ে ছোট পরিসরে আমার নিজ বাড়ীতে ড্রিম মাশরুম সেন্টার নামে একটি মাশরুম খামার গড়ে তুলি। সেখান থেকেই সফলতার শুরু। বর্তমানে আমার নিজ গ্রাম বড়খড়ি মাশরুম পল্লী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে। বর্তমানে আমার গ্রামে প্রায় ১০০টির ও বেশি পরিবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে মাশরুম চাষ ও বিপণন করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করেছে। ইতমধ্যেই আমি মাশরুমের উন্নততর গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছি একটি সুসজ্জিত মাইক্রোবায়োলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, একটি অত্যাধুনিক মাশরুম বীজ উৎপাদনের ল্যাবরেটরি, একটি মাশরুম পণ্য ম্যানুফ্যাকচারিং ও টেস্টিং ল্যাব এবং পঞ্চাশটি উন্নত জাতের একটি গরুর খামার স্থাপন করেছি। বর্তমানে আমার ড্রিম মাশরুম সেন্টার ও ড্রিম ডেইরী খামারে প্রায় চল্লিশ জন স্থায়ী এবং ত্রিশ জন অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। মাশরুম উৎপাদন বিপনন এবং সম্প্রসারণের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে ২০১৮ সালে **"বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পদক-২০১৮ "** এবং **"জাতীয় যুব পদক-২০১৮"** প্রদান করেন। এছাড়াও "জেলার শ্রেষ্ঠ উদ্দ্যোক্তা" পুরস্কার সহ অসংখ্য পদক পেয়েছি। আগামীতে আমি আমার মাশরুম খামারে উৎপাদিত মাশরুম দেশের চাহিদা মিটিয়ে ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাশরুম বিপণনের কাজ শুরু করতে যাচ্ছি। এজন্য আমি যুব উন্নয়ন ও অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। দারিদ্র্য জনগোষ্টিকে আরও একধাপ এগিয়ে নিতে সম্প্রতি আমার মাশরুম সম্প্রসারণ করতে ইচ্ছে পোষন করেছি যার মাধ্যমে আরও ২/৩ শতাধিক জনবলের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

(মোঃ বাবুল আখতার)